বিজ্ঞাপন।

বিগতস্বপনা।

"अथ स्वप्नस्य निर्विंदेऽभुञ्जतश्च रेवतः । उभा ता बस्त्रि नश्यतः॥"

(ऋ, स, ১।১৭।৫।১২)

"Many the greatest, truths
Have been made known in visions or in a dream."

(Bailey.)

শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

(No. 16 Ghose's Lane)

সত্যযন্ত্রে

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮০৭।

বিজ্ঞাপন।

আজি কালি বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা পুস্তকের, বিশেষতঃ প্রণয় ঘটিত কবিতা পুস্তকের অভাব নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কি নাটক নবন্যাস, কি কাব্য উপাখ্যান, যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে, ইহার অধিকাংশের অঙ্গেই অনেক সময়েই কেমন একরূপ বিলাতী গন্ধ অনুভূত হয়। দেশীয় সুগন্ধ কাব্যের সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। বিলাতী ভাবের ফুলগুলি দেখিতে যতই মনোরম হউক না কেন, বিলাতী প্রণয়ের চিত্র যতই চিত্ত-বিনোদক হউক না কেন উহাতে এদেশীয় স্নিগ্ধ সুঘ্রাণের বড়ই অভাব। ওকথা কেবল আমরাই বলিতেছি না—ইহা অনেকেই স্বীকার করেন; কিন্তু তবুও রুচির স্রোত উহার দিকেই যাইতেছে।

যে কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতা একত্রিত করিয়া এই সামান্য পুস্তিকা খানি প্রকাশ করা হইল, ইহার অনুকূলে অন্য কোন কথা বলিবার না থাকিলেও ইহার অধিকাংশ কবিতাতেই যে, দেশীয় প্রাচীন ভাবের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, অন্তত ইহা আমরা নিঃসংশয়চিত্তে বলিতে পারি। বঙ্গীয় পাঠকগণের রুচিপরিবর্ত্তন পক্ষে ইহা যদি কিঞ্চিৎ কার্য্যেও আইসে? কেবল এই আশাতেই অন্যান্য শত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি আমরা প্রকাশ করিলাম।

আমাদের আশা কতটুকু ফলবতী হইতে পারিবে? এ প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে নিহিত॥

কখন ইহা গ্রন্থ-আকারে প্রকাশিত হইবে, এরূপ বিবে-

চনায় রচয়িতা ইহার এক পংক্তি'ও লিখেন নাই! হৃদয়-অ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে নিজের চিত্তের ভাবস্রোত যখন যে ভাবে উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র। গ্রন্থকার কোনরূপ পরিবর্ত্তন কি সংশোধনে কি কোন-রূপে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই, এবং যে অবস্থায় আমরা পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি তাহাই মুদ্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। এই কারণে এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে অসংলগ্ন বোধ হইতেও পারে এবং অর্থ বোধের বিঘ্নও ঘটিতে পারে। কিন্তু পাঠক গ্রন্থের নাম স্মরণ করিয়া সে ত্রুটি গ্রহণ না করেন!— ইহাই প্রার্থনা। "স্বপনের" দেশে সংলগ্ন ও অসংলগ্ন শব্দের কোন অর্থ নাই। "স্বপনের" রাজ্যে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার তাৎ-পর্য্য অনেক সময়ে অন্যরূপ।

শ্রীবরদাচরণ শর্ম্মা
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিগত স্বপন।

"जाग्रत्यपि मृषा स्वप्न इव जन्मादिकं मम ।
हृत्स्थयोगवियोगाभ्यां स्थितौ जन्मविनाशधीः ।
अभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिदोषाभ्यां ग्रन्थिनो यथा ॥"

বিগত-স্বপন।

১

সহিয়া সংসার জ্বালা, হয়ে যবে ঝালা পালা,
দু দণ্ড নির্জ্জনে বসি, শান্তি-লাভ তরে।
কে যেন গোপনে আসি, ধীরে ধীরে হৃদে পশি,
লুক্কায়িত অনলেরে যতনে ফুৎকারে॥

২

অন্য চিন্তা আচ্ছাদনে, আবরিয়া সে আগুনে,
কোন মতে কিছুক্ষণ রাখিবারে চাই।
কিন্তু; অগ্নিগিরি মুখে, পাতলা বসন রেখে,
অগ্নি-উদ্গীরণ যেন নিভাইতে যাই॥

৩

এ যেঅগ্নিগিরি মত, হু হু শব্দে অকস্মাত,
স্মৃতির জলন্ত শিখা, উগ্দীরণ করে।
নিভাইবে সে অগ্নিরে, হেন শক্তি কেবা ধরে,
কার সাধ্য সে অনলে মুহূর্ত্ত নিবারে?

৪

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, যখন রে নৃত্য করে,
স্মৃতির অনলময়ী তরঙ্গলহরী।
অন্য চিন্তা আবরণে, তখন কি সে আগুণে,
আবরিয়া হৃদিমাঝে রাখিবারে পারি?

৫

উথলি উথলি উঠে, যেন রে হৃদয় ফাটে,
যতক্ষণ আঁখি পথে, না পারে প্লাবিয়া—
তরল বিষাদ স্রোত; ততক্ষণ অবিরত,
হয় বোধ,—বুঝি, হৃদি গেল রে জ্বলিয়া।

৬

যখন নয়ন দিয়া অশ্রু পড়ে উথলিয়া
তখন, প্রাণের জ্বালা কিছু হ্রাসহয়;
ক্রমে ক্রমে আঁখিদ্বয় যেন নিমিলিত হয়
জাগ্রতে সুষুপ্ত যেন আসিয়া মিশায়।

৭

প্রবল ঝটিকা পরে যথা আসি ধীরে ধীরে
মেঘাল মেঘাল নভে চাঁদ দেখা দেয়;
তেমতি এ দগ্ধ চিতে স্মৃতির তরঙ্গ হতে
উঠিয়া একটি মূর্ত্তি সমুখে দাঁড়ায়।

৮

আধ সুখে আধ দুখে আধ ঘুম মাথা চখে
যখন সে মূরতীর দিকেতে তাকাই,
বর্ত্তমান ভুলে গিয়ে গত সনে মিসাইয়ে
স্মৃতির অতীত স্বপ্নে মগ্ন হয়ে রই।

৯

কতক্ষণ সেই ভাবে থাকি আমি কে বলিবে—
আমি'ত জানিনা তাহা; জানিব কেমনে?
চিন্তার শৃঙ্খল ধরে মাপে সবে সময়েরে;
চিন্তাও হারায়ে যায় সে ছবি-দর্শনে।

১০

তরল অনলময় স্মৃতির এ নদী হায়!
ইহার তরঙ্গাঘাত লাগিয়া লাগিয়া—
হৃদয়ের শত স্থানে, হয় ত রে এতদিনে
ক্ষীণ হৃদয়টি মোর যাইত ভাঙ্গিয়া—

১১

—যদি এই মূর্ত্তিখানি হয়ে ফুল্ল-কমলিনী
প্রত্যেক তরঙ্গপরে ভাসিয়া উঠিয়া—
বিতরিয়া মধুরাশি উহার তীব্রতা নাশি
তিক্তবারি সনে, সুধা, না দিত মিশায়া!

১২

আহা! এস এস পুন জুড়াইতে দগ্ধ প্রাণ
এস রে পুতলি মোর এস আরবার।
মোর হৃদি মরু মাঝে কেবল মাত্র বিরাজে
স্নিগ্ধ এক সরোবর মূরতি তোমার॥

১৩

আঁধার আকাশে মোর সদা ঘন ঘটা ঘোর
রবি নাই শশি নাই নাইরে তারকা;
আছে মাত্র এ আকাশে এক খানি মেঘ পাশে
প্রীতি-জ্যোৎস্নাময়ী এক মূর্ত্তি আঁকা॥

১৪

কাল-সিন্ধু মাঝে হায় যে দিকে নয়ন যায়
শূন্য শূন্য, শূন্য মাত্র— কিছু নাহি আর।
কেবল সুদূর দেশে থেকে থেকে ভেসে ভেসে
উঠে এক ক্ষুদ্র তরী, লক্ষ যা আমার॥

১৫

এস গো সে মূর্ত্তিখানি হয়ে ফুল্ল-কমলিনী
বিতরিতে সুধারাশি আজিরে আবার।
এস পুন এ আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র বেশে
নাশিতে এ হৃদয়ের প্রগাঢ় আঁধার॥

১৬

এস মোর মরুহৃদে স্নিগ্ধবারি প্রদানিতে
স্নিগ্ধ সরোবর রূপি প্রতিমা আমার।
মোর অকুল সাগরে তরী রূপে ধীরে ধীরে
এস এস প্রিয়তমে! এস একবার॥

১৭

স্মৃতির তরঙ্গাঘাতে সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে
যখনি এ প্রাণ মোর হইত ব্যাকুল,
তখনি যেমন আসি হৃদয় মাঝারে পশি
ঢালি দিতে প্রাণ-মাঝে আনন্দ বিপুল—

১৮

আজিও তেমনি করে পশি প্রাণের ভিতরে
এলাইয়া চারি পাশে আলুলিত কেশ,
বসি মোর ক্রোড়'পরে গলাটি জড়িয়ে ধরে
দেখাও সে কৌমারের স্বপনের দেশ॥

১৯

একটি একটি করে দেখাওরে ধীরে ধীরে
গত জীবনের সেই প্রিয়-দৃশ্যগুলি।
সেই স্বপনের ধ্যানে কিছুক্ষণ অন্য মনে
থাকিবারে বাঞ্ছা মোর বর্ত্তমান ভুলি॥

২০

তুমি ভিন্ন প্রিয়তমে! কৃপা করি এ অধমে
কে আর মনন তার, করিবে পূরণ?
তুমি মোর ক্রীড়াভূমি প্রীতি-প্রতিমা তুমি
তুমিই এ জীবনের বিগত স্বপন!

২১

প্রতি অঙ্কে কৌমারের প্রতিবিম্ব ও-মুখের
পড়েছে বলেই, তাই, সদা মোর মন,—
সহি স্মৃতির দংশন তবু করিতে দর্শন—
তব মুখচ্ছায়া, গত দিনে করে অন্বেষণ॥

২২

প্রিয়তমে! দয়া করে একবার দেখাওরে
ধীরে ধীরে অতীতের যবনিকা তুলি।
বসি মোর ক্রোড়'পরে গলাটি জড়িয়ে ধরে
গত জীবনের সেই প্রিয়-দৃশ্যগুলি॥

উদ্যানে।

১

একটি সচ্ছল সরোবর,
চারি ধারে তরুরাজি তার।
দিবাকর, ডরে সরো-নীরে
যেন ডুবে রহেছে আঁধার॥

২

তীরে, নারিকেল গাছগুলি
এ ওর গায়ে পড়েছে আসি।
দিতে পরস্পরে কোলাকুলি
সবাই যেন গিয়াছে মিশি॥

৩

এক একটি গাছ একাকী—
যূথ-পরিভ্রষ্ট মৃগ প্রায়।
স্বদল হইতে দূরে থাকি,
ডাল নাড়ি ডাকে—"আয় আয়"॥

৪

কেহ হেলি'পড়ি সরোবরে
আপন ছায়া দেখিতে পেয়ে,—

(অন্য তরু কোন মনে করে)
বলে—"কত উচ্চ আমি ওর চেয়ে!"

৫

আবার কোথায়, তরু কোন,
লতাকুল-বধূ কোলে নিয়ে,
মন-সাধে চুমে পুন পুন;
পরাণে পরাণে মিশাইয়ে॥

৬

সুদূরে একটি লতা-গৃহে
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে যায়।
কভু তারা নিস্তব্ধ হ'য়ে রহে,
কভু পরাণ খুলিয়া গায়॥

৭

সরোবর-পূবে, আম বনে,
একটি কোকিল লুকাইয়া,—
আড়াল হইতে ক্ষণে ক্ষণে
সুধার ধার দেয় ঢালিয়া॥

৮

সেই তরু-মূলে ঘুঘু দুটি
ঘুরে ঘুরে ঘুরে, ক্রীড়া করে;

আহা! সে ক্রীড়া কি পরিপাটি!
হেরিলে আঁখি আর না ফিরে॥

৯

ও দিকে ওই সরসি-জলে,
দলে দলে মাছ খেলা করে;
রুই, চিথলে, পড়ে উথলে;
ক্ষুদ্র পুঁটি ছুটে অহঙ্কারে॥

১০

এ দিকে এই দৃশ্য সুন্দর,
ফাগুনের বায়ু তাহে বয়—
ঝিরি ঝিরি ঝিরি, ঝুরু ঝুরু ঝুরু
নির্ঝরিণী যেন উথলয়॥

১১

বেল জুই রজনীগন্ধার
গন্ধ, হরে লইয়া পবন,
ছুট-ছুটি করে বার বার,
খোঁজে যেন লুকাবার স্থান॥

১২

লতার পাতার মাঝে যায়;
প্রেমযোগে মত্ত সবে দেখি

তাহাদের গা ধরি' দোলায়—
বলে—"আ'রে মেলইনা আঁখি

১৩

বিফল হইয়া সেথা হ'তে
কভু বা বাঁশের ছিদ্রে পশে ;
আঁধার দেখিয়া ঘোর তাতে
পবন, চিৎকারে মহাত্রাশে ॥

১৪

পবন চঞ্চল-মতি অতি
কিছুতেই শিক্ষা নাহি পায়।
হেথা হোথা ঘুরে দুষ্টমতি
এসে পড়ে মানুষের গায়।

১৫

রমণীর অঞ্চল উড়ায়,
কভু তারে চিকুর চুমায়,
কভু তার চিবুক দোলায়,
কভু এসে পড়ে তার পায় ॥

১৬

পবনের, রঙ্গ শত শত,
ঘুঘু-দম্পতীর সম্মিলন,

বিহঙ্গমগণের সঙ্গীত,
বৃক্ষ লতিকার আলিঙ্গন,—

১৭

সরোবরে মৎস্য অগণন
সরসির সুনীল সলিল,
—এই সব করেছি দর্শন ;
সুখে পূর্ণ যেনরে অখিল ॥

১৮

যে দিকে নয়ন আজি যায়,
দেখি যেন হাসিছে সবাই।
প্রকৃতির মুখ হাসিময়,
বিশ্বে আর দুখ শব্দ নাই ॥

১৯

এ হেন সন্তোষপূর্ণ মনে,
বসে আছি সরসির তীরে ;
দেখিতেছি পশ্চিম গগণে
রাঙ্গা রবি ডুবে ধীরে ধীরে ॥

২০

হেন কালে কে যেন পশ্চাতে
আচম্বিতে আসি দাঁড়াইল ॥

তাকাইয়া তাহার দিকেতে
পুলকে শরীর শিহরিল ॥

২১

পায়ের অঙ্গুলি হতে শির,
কাঁপিয়া উঠিল তাড়িৎ-স্রোতে
দেখামাত্র সমস্ত শরীর
উঠিয়া দাঁড়া'ল আচম্বিতে ॥

২২

আমি ভাল উঠে না দাঁড়াতে,
তাড়াতাড়ি এসে মূর্ত্তিখানি,
"বস বস" বলিতে বলিতে—
পাসে এসে বসিল আপনি ॥

২৩

সাধকের আরাধ্য-দেবতা,
ধ্যান কালে যদি দেখা দেয় ;
কিম্বা মূর্ত্তিময়ী প্রফুল্লতা,
এসে কা'র সম্মুখে দাঁড়ায় ;—

২৪

তাতে কতটুকু বল, হায় !
করেরে মানবে প্রফুল্লিত ?

লক্ষগুণ তার অপেক্ষায়,
আজি আমি হয়েছি মোহিত।

২৫

পিপাসিত পথিক যেমন,
জলের কলসি পথে পেয়ে।
কি যে তারে করিবে কখন,
মহাব্যস্ত তাহাই ভাবিয়ে॥

২৬

তেমতি আমিও হইয়াছি—
প্রীতির প্রতিমা হাতে পেয়ে।
শব্দ যত ভুলিয়া গিয়াছি,
কি বলিব পাই না খুঁজিয়ে॥

২৭

কি যে হায় কহিব তাহারে,
কিরূপে করিব সম্ভাষণ?
কিছু ঠিক করিতে না পেরে,
রহিলাম পুতুলি মতন॥

২৮

কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে
সংজ্ঞা আসি ক্রমে দেখা দিল

"একি হেথা ?" জিজ্ঞাসিনু তারে ;
প্রিয়তমা, হাসিয়া কহিল—

২৯

"উদ্যান নির্জ্জন আজি হেরি ;
বিশেষত জনক-জননী
গৃহে নাহি দেখি, ধীরি ধীরি
আমি আর সখি প্রবোধিনী—

৩০

"দুজনে আমরা এ দিকেতে
বেড়াতে বেড়াতে এসেছিনু ;
জুঁই ফুল তুলিতে তুলিতে
কোথা তারে হারায়ে ফেলিনু ॥

৩১

"সরসীর ঘাটে যদি থাকে ?
তাহাই ভাবিয়া হেথা আসি।
সখি-বদলে দেখি তোমাকে
একাকী হেথা রহেছ বসি ॥

৩২

"দেখেছ কি বল—বল ভাই !
প্রবোধী মোদের কোথা গেল ?

প্রবোধীর মত দুষ্ট নাই ;—
দেখ মোরে কত ঘুরাইল ?”

৩৩

“প্রবোধী কে ?” আমি বলিলাম,—
“প্রবোধিকে আমি ত দেখিনি ;
আমি এক ধ্যানেতে ছিলাম,
বাহিরের সংবাদ রাখিনি ॥

৩৪

প্রিয়তমা যেন ভিতু হয়ে
বলিল,—“আহা তবেত আমি
করেছি কুকাজ, না জানিয়ে ।
রাগ ত ভাই করনি তুমি ?

৩৫

না জানিয়া আমি আসি হেথা
তব ধ্যান ভগ্ন করে ভাই
কতই না জানি দিনু ব্যথা !
ক্ষমিও আমায়,—আমি যাই ।”

৩৬

“একি একি প্রিয়ে ! যাও কোথা ?”
—কহিলাম আমি ব্যস্ত হয়ে—

"কি বলিলে হায়! আসি হেথা
ব্যথা দিয়াছ ধ্যান ভাঙ্গিয়ে?

৩৭

"করি ধ্যান দিবা রাতি যারে,
সেই আজি সন্মুখে আমার;
হাতে পেয়ে আরাধ্য দেবীরে,
ধ্যানে কিবা প্রয়োজন আর?"

৩৮

ছল ছল প্রিয়ার আঁখিতে
অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ছুটিল;—
মেঘাচ্ছন্ন শশাঙ্ক হইতে
যেন, জ্যোৎস্না ফাটিয়া পড়িল॥

৩৯

"তবে তুমি"— বলিতে বলিতে
কিসে যেন কণ্ঠেরে রোধিল,
প্রিয়া মোর যেন রে, লাজেতে
অকস্মাৎ গলিয়া পড়িল।

৪০

আরক্ত বদনখানি, যেন
আরো রাঙ্গা হইয়া উঠিল;

নিশ্বাস বহিল ঘন ঘন,
আঁখি দুটি নত হ'য়ে এল ॥

৪১

অর্দ্ধস্ফুট গোলাপকলিরে
নতমুখে অন্য তরু গায়
ঝুলিয়া থাকিতে লাজ ভরে
যে দেখেছে, সেই মাত্র হায়—

৪২

—বুঝিবে কেবল ; প্রিয়া মোর
কি যে রমনীয় মূর্ত্তি ধরি
প্রীতি-মাখা লাজে হ'য়ে ভোর,
আছে ভূমে আঁখি নত করি ॥

৪৩

অবনত মুখখানি ধরি
ধিরি ধিরি ওষ্ঠে ছুঁয়াইতে
সাধ হল,—কিন্তু চিন্তা করি
ইচ্ছা আর হ'লনা স্পর্শিতে ॥

৪৪

বনফুল হেরি মনোরম,—
বৃন্ত ছিঁড়ি লইবারে ঘ্রাণ,

সাধ যাহার, সে কি অধম!
প্রেম-শূন্য কি তা'র পরাণ!

৪৫

যাহা পরাণের প্রিয় অতি,—
দেহের পিপাসা-শান্তি তরে
স্পর্শে যে বা, সে ত নীচমতি,
প্রেম নাই তাহার শরীরে॥

৪৬

আমার এ প্রতিমা, প্রীতির
নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল কমল;
কেমনে স্পর্শিবে এ শরীর?
স্থান এর হৃদয়ে কেবল!

৪৭

এত ভাবি বিনা বাক্য ব্যয়ে
অঙ্গ তার স্পর্শ না করিয়া
একদৃষ্টে মুর্ত্তি প্রতি চেয়ে
রহিলাম, বিভোর হইয়া॥

৪৮

কতক্ষণ ছিলাম এমন?
জানিনা রে ছিলনা রে জ্ঞান,—

দেখিলাম, ভাঙ্গিলে স্বপন ;-
গায় পাখি প্রভাতের গান !

বন্দি-গৃহে

ভাবিতেও কাঁপি উঠে প্রাণ
সে যে কি যে ভয়ঙ্কর স্থান
মূর্ত্তিময়ী কঠোরতা নিদারুণ নিঠুরতা
দিবারাত্রি নৃত্য করে সেথা
ত্রাসিতে পরাণ।

২

যমদূত ভয় পায় দেখি
হেন ভয়ঙ্কর রক্ত আঁখি
দ্বার রক্ষকের দল হাঁসিতেছে খল খল
উদ্গারিছে জলন্ত গরল
কভু, থাকি থাকি।

৩

তাহাদের আঁখির ভ্রূকুটি
বিষবাণসম হৃদে ফুটি
প্রাণ করে রে অস্থির বরষে নয়নে নীর
অবসন্ন হয় রে শরীর
যায় বুক ফাটি।

৪

স্নেহ, ভালবাসা, মিষ্ট কথা,
কখনও প্রবেশিতে তথা
পারে নাই, পারিবে না!— বারংবার আছে মানা;
(কিন্তু) মুক্ত দ্বার আসিতে যাতনা,—
দিতে হৃদে ব্যথা।

৫

ভূমণ্ডলে আছে দুঃখ যত
নিমন্ত্রিয়া তাদেরে সতত,
তাদের ভোজন তরে যতনে উৎসর্গ করে
রাখি দিত, আমাদেরে ধরে
বধ্য পশু মত।

৬

দুখ কথা কি বলিব হায়!
আগে শাস্ত্রে হ'ত না প্রত্যয়;—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর— সৃষ্ট বস্তু কল্পনার
এ বিশ্বাস হয়েছিল দূর,
থাকিয়া সেথায়।

৭

মহেশের কপালে অনল
শিরে তাঁর জাহ্নবীর জল
বিষ পান করিতেন সর্পমাঝে থাকিতেন
বেড়াতেন ত্যজিয়া বসন ;—
মিথ্যা এ সকল ?

৮

কিছুকাল থাকিয়া সেথায়
দেখিলাম, কিছু মিথ্যা নয় ;—
সকলই হইতে পারে ! আমাদের(ই) এ শরীরে
হয়ে ছিল যাহা, তাহা হেরে
হ'ল জ্ঞানোদয়।

৯

শিবের কপালে অগ্নি ছিল।
দিবা রাত্তি জঠরে অনল—
জ্বলিত দেহের মাঝে হায় ! স্থান ভেদমাত্র তায়।

চক্ষে গঙ্গা সদা আমাদের ;—
শিব-শিরে জল !

১০

বিষ চেয়ে তিক্ত তিরস্কার
দিবানিশি মোদের আহার
তবে আর এক দিনে পঞ্চানন বিষ-পানে
মরিবেন কিসের কারণ ?
(তাহে নেশা) অভ্যাস তাঁহার !

১১

এক সর্প শঙ্করের শিরে
শত সর্প, থাকি চারি ধারে
সদাই মোদের প্রতি গরবে গর্জ্জিত অতি
হায় ! না শুনি মিনতি স্তুতি—
কাটিত অন্তরে !

১২

যাতনার ছিলনা রে শেষ
দিবা-রাতি কেবলই ক্লেশ ।
সদা মর্ম্মস্পর্শী ঘৃণা সদা কথার যন্ত্রণা
কিছুই ছিলনা সেথা,—বিনা
হিংসা আর দ্বেষ ॥

১৩

হায় ! এ হেন কঠোর স্থানে
বিনা দোষে, কেন ? কি কারণে ?
কে যে এনে রেখেছিল ? কেন হেন কষ্ট দিল ?
দিবা-রাত্রি, তাহাই কেবল
ভাবিতাম মনে।

১৪

কভু মনে অতি কষ্ট হ'লে
কোন সম-দুখীরে পাইলে
শান্তনা পাইব জানি বলিতে দুখের বাণী
সেই আগে কাঁদিত অমনি—
নিজ-দুখ বলে।

১৫

নিজ নিজ দুখ বলে সবে
পর-দুখ কি আর শুনিবে !
হৃদ পূর্ণ নিজ-দুখে স্থান আর নাই বুকে
তাই আর অপরের দুখে
কেমনে লইবে ?

১৬

কার কাছে শান্তনা না পেয়ে
কভু, হায় ! নির্জ্জনে বসিয়ে,—

শূন্য হৃদি শূন্য পানে নিরখিয়া এক মনে
দেখিতাম কল্পনার ধনে—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

১৭

এক দিন এই ভাবে, হায়!
সুগভীর নিশিথ সময়—
কক্ষের গবাক্ষ খুলি, লইয়া কল্পনা তুলি
আঁকিতেছি প্রাণের পুতলি
আকাশের গায়।

১৮

এ হেন সময়, এ কি হল—
গৃহ-দ্বার কে আসি খুলিল?
প্রবেশিতে দেখি তারে, প্রাণ উঠিল শিহরে,—
দেখিলাম, অঙ্গার ভিতরে
লুকান অনল!

১৯

কি সাহসে পশিলি হেথায়?
এ যে স্থান যমালয়প্রায়
প্রবেশিতে এ আগারে মক্ষিকাও ডরে মরে;
তুই হেথা পশিলি কি করে?
ভয়ে প্রাণ যায়!

২০

সত্য বটে প্রহরীর বেশ!

সত্য বটে বস্ত্রে ঢাকা কেশ!

কিন্তু তবু কি করেরে পশিলি এ কারাগারে?

উত্তরিল মূর্ত্তিখানি ধীরে—

"প্রেমের আদেশ"॥

নিভৃত-কক্ষে।

১

বরষার বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে

ধুয়ে ধুয়ে নিরমল বেশে,

আজি শশী, হাঁসিতে হাঁসিতে

ভাসি যায়, শরত আকাশে—

মনের উল্লাসে।

২

চাঁদের কৌমুদী রাশি, যেন

ঢলিয়া পড়েছে সব স্থানে,—

আন্ধারে করিতে নির্ব্বাসন,

প্রতিজ্ঞা করেছে যেন মনে—
একাগ্রতাসনে।

৩

লতার পাতার মাঝে পশি
পশি, বঙ্গ-বধূ অন্তঃপুরে
*জ্যোৎস্না যেন ঢ'লে পড়ে হাঁসি—
ঢ'লে পড়ে শর্য্যার উপরে
প্রফুল্ল অন্তরে।

৪

ক্ষুদ্র গবাক্ষের পথে যেয়ে
যথা নবদম্পতী শুইয়ে
জ্যোৎস্না তথা উঠেরে হাসিয়ে;
যুবা বসে, রমণী ভাবিয়ে—
জ্যোৎস্নায় চুমিয়ে।

৫

আবার কোথায় তরুপরে
রসিকা জ্যোৎস্না, উঠিয়া ধীরে
*ধীরে ধীরে কোকিলের নীড়ে
প্রবেশি দেখে,— তারা কি করে
কৌতুকের তরে।

৬

কোকিল জ্যোৎস্নার আগমনে
কুহু কুহু স্বরে চীৎকারে ;
যেন অতিশয় ভয় পেয়ে মনে
প্রিয়তমা কোকিলার তরে
বলে উচ্চৈঃস্বরে।—

৭

"জ্যোৎস্না তুমি শত্রু আঁধারের
কাল আঁধার নাশি বেড়াও ;
মোরা কাল, কিন্তু বিহঙ্গগণের
কুহু কুহু এ প্রমাণ লও—
এবে সরে যাও।"

৮

কত স্থানে, আহা ! কত মতে,
কত রঙ্গে, কত বেশ ধ'রে,
খেলে জ্যোৎস্না, হাসিতে হাসিতে
পেয়ে তার প্রিয় শরতেরে
বহুদিন পরে।

৯

হেন কালে—
নির্জ্জন নিভৃত স্থানে বসি

বসি তেতালার ছাদে একা
দেখিতেছি জ্যোৎস্নার হাসি;
(যতদূর যায় চথে দেখা)
মহানন্দে ভাসি।

১০

আহা! আজি এ মহানগরী
জ্যোৎস্নালোকে কি শোভা ধরেছে!
ক্ষুদ্র হ'তে উচ্চ সৌধপরি
সমভাবে জ্যোৎস্না, হাঁসিতেছে
আর হাঁসাইছে,—

১১

হাঁসাইছে আনন্দে সবারে;—
(পরিশ্রান্ত শ্রমজীবি হ'তে
পর্য্যন্ত লক্ষপতি ধনীরে)
পক্ষপাতিতো নাই, জগতে
প্রকৃতির হাতে।

১২

ক্রমে নিশি বৃদ্ধা হ'য়ে এল,
পশ্চিম নভে ঢলিল শশী;
ক্রমে নর ঘুমায়ে পড়িল,

তবু আমি আছি সেথা বসি—
চিন্তাস্রোতে ভাসি।

১৩

এ হেন নিশীথ কালে, জাগি
কেবা থাকে এ সংসারে আর—
বিনা প্রকৃতির অনুরাগী ?
কিম্বা চিত্ত, প্রেমে মত্ত যার—
তরেরে প্রিয়ার।

১৪

অথবা আমার মত, হায়!
পিপাসিত উন্মত্ত যে জন
মোহ-কারি আশার আশায়,
করি যারে কভু দরশন
প্রিয়ার চরণ।

১৫

আজিকার নিশি, শেষ নিশি
হবে ; হায়! ত্যজিয়া যাইতে
প্রিয় দেশে, না ডুবিতে শশী ;—
তাই সাধ প্রিয়ারে দেখিতে
জনমের মতে।

১৬

কতদিন তরে, কে কহিবে
ত্যজিতেছি প্রিয় বঙ্গদেশে ?
পুন কভু অদৃষ্টে কি হবে,
দেখিব রে বঙ্গের আকাশে—
পুন এই বেশে !

১৭

অথবা অতল সিন্ধু নীরে
কিম্বা এক পর্ব্বত শিখরে
কিম্বা কোন মরুর ভিতরে
জীবনের যবনিকা, পড়ে
যাবে চিরতরে !

১৮

ঘটনার প্রখর স্রোতেতে
ক্ষুদ্র তৃণ, ক্ষুদ্র আমি, হায় !
এ তৃণেরে নাচা'তে না'চাতে
লয়ে যাবে, কবে যে কোথায়—
কে জানে নিশ্চয় ?

১৯

যেখানেই যাই, নাই দুখ,
স্বাধীন বাতাস পাব সেথা ;

অধীনতা বিঁধিবেনা বুক,
থাকিবেনা সেথা রুষ্ট কথা ;-
দিতে বুকে ব্যথা।

২০

তবে দুঃখ,—প্রেয়ার বদন
আর তার সহাস্য অধর
দেখিবারে পাবেনা নয়ন
পাবে না শুনিতে কর্ণে আর,—
সুস্বর তাহার।

২১

তাই আজি বড় সাধ মনে
দেখিতে তাহারে একবার
হৃদোপরি, সে রাঙ্গা চরণে
একবার পুন ধরিবার
সাধ রে আমার।

২২

নিশীথ প্রভাত হ'য়ে এল,
ঢুলু ঢুলু চাঁদের নয়ন—
তারাগুলি ঘুমিয়ে পড়িল ;

নৈশ বায়ু গাহিছে এখন
চাঁদের গমন।

২৩

হতাশে নিশ্বাস ফেলিলাম ;—
অমনি পশিল শব্দ কানে।
পদ শব্দ শুনি বুঝিলাম—
উঠে দাঁড়ালেম, হর্ষ মনে
প্রিয়ার দর্শনে।

২৪

ক্ষণ আগে মনের বিষাদে
ভাবিয়াছিনু,—প্রভাত এল !
এবে দেখি মনের আহ্লাদে,
কেবল চাঁদ পূবে উঠিল—
এই সন্ধ্যা হল।

২৫

আহ্লাদ, বিষাদ, তুল্য দুই ;—
কল্পিত জ্ঞান দুয়েই দেয়।
সুখে দুখে অচঞ্চল যেই,
প্রকৃতি তত্ত্ব সেই পায়—
সেই ধন্য হায়।

২৬

কিন্তু মোর এ চিন্তার কাল—
কোন মতে এখনতো নয় ;
হৃদি মাঝে এখন বিশাল
আনন্দ তরঙ্গ উথলয়,—
বিশ্ব প্রিয়াময়।

২৭

জীবনের প্রিয় এক আশা ;
আজি বুঝি পূর্ণ হতে চলে
পরাণের প্রখর পিপাসা !—
বুঝি শান্তি হয়, স্নিগ্ধ জলে—
নির্জ্জনে বিরলে।

২৮

বড় সাধ ছিল হৃদে মোর,—
'চন্দ্রালোকে নিশীথ সময়
নিভৃত নির্জ্জনে, একবার
প্রিয়া সনে বারেক হেথায়
সম্মীলন হয় !'

২৯

জীবনের সেই প্রিয় আশা
আজি বুঝি পূর্ণ হ'তে চলে

পরাণের প্রখর পিপাসা ;
বুঝি শান্তি হয়, এই স্থলে—
শীতল সলিলে।

৩০

আহা! এস এস প্রিয়তমে!
তব তরে অজ্ঞান হইয়া
ছিনু হেথা' ; প্রীতির প্রতিমে!
পুন যায়, তোমায় হেরিয়া—
জ্ঞান হারাইয়া।

৩১

থাকিতে থাকিতে সংজ্ঞা মোর,
এস মোর প্রীতির পুতলি!
আনন্দাশ্রুতে না হতে ঘোর
আঁখি মোর, দেখি আখি মেলি—
মুখ খানি তুলি।

৩২

হেন মতে ডাকিতে ডাকিতে
প্রিয়া তরে বাহু বিস্তারিনু।
নয়নের পাতা না পড়িতে

হৃদি মাঝে প্রিয়ারে পাইনু—
সুখে সিহরিনু।

৩৩

কতক্ষণ হৃদয়ে ধরিয়া
রেখেছিনু পুতলিরে মোর ?
বলিব বা কেমন করিয়া
প্রেম যোগে ছিনু হ'য়ে ভোর,—
প্রাণ ছিল জোর !

৩৪

দেহে প্রাণ ছিল কি না ছিল ?—
তাহাতেও সন্দেহ আমার ;
কারণ, যখন সংজ্ঞা হ'ল
তখন রে কোন দেহ কার ?—
চেনা হল ভার।

৩৫

দুইটি দেহের মাঝে হায় !—
কেবা আমি ? কেবা মোর প্রিয়া ?
ব্যাকুল হইনু অতিশয়,
ইহা স্থির করিতে নারিয়া—
অনেক চিন্তিয়া।

৩৬

মৃত্যু, আসি স্পর্শিলে এ দেহে,
প্রাণ যথা শূন্যে মিশে যায়—
নিজের আস্তিত্ব জ্ঞান রহে
কিন্তু যথা হয়ে বিশ্বময়,
"আমিত্ব" হারায়।

৩৭

তেমতি আজি রে মোর প্রাণ
প্রিয়ার অতল প্রেম-নীরে
মগ্ন হ'য়ে মুদিয়া নয়ন
কিছুতেই চিনিবারে নারে
এবে আপনারে।

৩৮

আহা বেশ! চিরকাল যেন
এইরূপ জীবিত মরণে
মরে থাকে আমার পরাণ,—
বদ্ধ হয়ে হেন আলিঙ্গনে
প্রিয়তমা সনে।

৩৯

প্রিয়া মোর দেবী হৃদয়ের;
হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিয়া

কহে— 'বৃথা তৃষ্ণা মানবের,
সুখ নাই এ দেহ ধরিয়া
এ বিশ্বে থাকিয়া !'

৪০

প্রতি অঙ্গ, প্রতি অঙ্গ সনে
যদিওরে করে আলিঙ্গন,
তবু হায় ! তৃষিত পরাণ,
লালায়িত হয়ে চাহে যেন
আরো মিলন ।

৪১

দেহ সনে দেহের মিলনে
তবু ব্যবধান থেকে যায় ;
দেহ ছাড়ি পরাণের সনে
পরাণ যদিরে মিশিতে পায় ?—
কত সুখ তায় !

ভাগীরথী-বক্ষে

১

আমি আর প্রিয়া মোর
দুজনে, আমরা সুখে

এক খানি তরী লয়ে
ধীরে ধীরে বহে বহে
যাইতেছি, দু'ধারের
কত শত দৃশ্য দেখে।

২

মৃদুল মৃদুল বায়,
ভাগীরথী দেহ পরে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা
তুলিয়া করিছে খেলা।
খেলা দেখে সাধ হয়,—
ওই যেন হই মরে।

৩

এবার মরিয়া যেন
অমনি তরঙ্গ হ'য়ে
দিবা রাতি খেলা করি—
এ উহার গায়ে পড়ি,—
কভু মাথা তুলি হেন,
কভু খেলি ডুব দিয়ে।

৪

কভু বা দু'দিক হ'তে
তেজে বুক ফুলাইয়া,

ছুলিতে ছুলিতে আসি
হাসিয়া প্রাণের হাসি
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গিতে ;—
যাই সুখে মিসাইয়া।

৫

হায়রে ! জীবের ন্যায়
থাকেরে জড়ের যদি
অনুভব, ভালবাসা
আর প্রেমের পিপাসা ?
তবে কত সুখময়
জড়-দেহ নিরবধি !

৬

বল বল প্রিয়তমে !
তোমার কি মোর মত
সাধ,—এ তরঙ্গ হ'য়ে
স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়ে
ঘুমিয়া অনন্ত ঘুমে
থাকিবারে অবিরত ?

৭

হাসি প্রিয়তমা বলে—
"চিন্তিয়া দেখিলে পরে

এখনি দেখিতে পাবে
আমরাও এই ভাবে
ভাসিয়া সংসার জলে
যাইতেছি ধীরে ধীরে ;

৮

নির্ব্বিকার সিন্ধু হ'তে
মোরাও তরঙ্গ প্রায়
প্রকৃতির ইচ্ছা-বলে
উঠিতেছি দলে দলে ;
যেমন দেখ,—গঙ্গাতে
বায়ু, তরঙ্গ উঠায়।

৯

যথা গঙ্গা দেহ হ'তে
কোটি কোটি বিচীমালা
প্রতি ক্ষণে জনমিয়া
যায় তায় মিশাইয়া ;
তেমতি ব্রহ্ম-সিন্ধুতে
জীব-উর্ম্মি করে খেলা।

১০

ওই যে তরঙ্গটীরে
দেখিতেছ এইখানে

তীরে এখনি লাগিযে
আর ভাঙ্গিয়া যাইবে ;
কিন্তু ওর দেহ নীরে
কে নাশিবে ওর সনে ?

১১

উহার দেহের জল
গঙ্গাসনে মিশাইবে ;
গঙ্গা রবে যতকাল
রবে উহা ততকাল ;—
যদিওরে সুবিশাল—
স্থান বিস্তারি রহিবে।

১২

দেখ মোরাও তেমনি ;—
তরঙ্গ সমান দেহ
যবে যেয়ে পড়িবেরে
মৃত্যুর কঠীন তীরে,
ভাঙ্গি যাইবে অমনি ;—
রাখিতে নারিবে কেহ।

১৩

কিন্তু রে তরঙ্গ ন্যায়
মোদের(ও) বিনাশ নাই ;

শত খণ্ড হ'ক দেহ
এক পরমাণু কেহ
নাহি শক্তি করে ক্ষয় ;-
যা ছিল থাকিবে তাই—

১৪

যদিওরে বিস্তারিয়া
যদিওরে পূর্ণ করে
অনন্ত বিশ্বের অঙ্গ
থাকে সে ক্ষুদ্র তরঙ্গ
কেহ তারে বিনাশিয়া
পারিবেনা ফেলিবারে।

১৫

আবার ঐ দিকে হের,—
গঙ্গার নির্ম্মল জল
মাটিতে পড়িয়া হায়
হইছে কর্দ্দমময় ;
সংসারের যত নর
হেন মত অবিকল ;—

১৬

ত্যজিয়া আপন স্থান
হইয়া মাটিতে নিষ্ঠ

হৃদয়ের শীতলতা
আধ্যাত্মিক নির্ম্মলতা
হারাইয়া দিন দিন
হইয়া পড়িছে ক্লিষ্ট।

১৭

অনন্ত সাগর-মুখে
ধাইতেছে ভাগীরথী ;
মানুষেও হেন মত
ধাইতেছে অবিরত
ধাইছে অনন্ত দিকে
সমভাবে নিরবধি।

১৮

পবিত্র গঙ্গার নীরে
ডুবিয়া গভীর জলে
ভীমকায় প্রকাণ্ড শরীর
কত হাঙ্গর কুম্ভীর,
দিবানিশি নৃত্য করে
কভু বা পড়ে উথলে।

১৯

দেখ দেখ মানবের
অন্তরের(ও) মাঝে হায়!

কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ,
ধরিয়া বিকট বেশ
নাচে নৃত্য তাহাদের ;
কভু বেগে লম্ফ দেয়

২০

ভাগীরথী-পবিত্রতা
যদি নষ্ট নাহি হয় ?-
তবে মানুষ, কেবলি
কাম ক্রোধ-আছে বলি
হারাইয়া নির্ম্মলতা
কেন হবে পাপময় ?

২১

হাঙ্গরের কুম্ভীরের
উদরে যে গঙ্গা পশে,
সেই হয় অপবিত্র ;—
নাম তার হয় মুত্র।
এ ভিন্ন গঙ্গার নীর
পবিত্র সকল বেশে।

২২

মানুষের(ও) বেলা তাই।—
যে নর কভু প্রবেশে

কাম ক্রোধাদির গ্রাসে
আত্ম শুদ্ধি সেই নাশে
শুদ্ধতা হারায় ; সেই
মলিনত্ব পায় শেষে।

২৩

দেখ ! ভাগিরথী যথা
পাইলে সমান দেশ
সমভাবে চলি যায়
সাগরের দিকে ধায়
মুখেতে না কহে কথা
থাকে না রোষের লেশ।

২৪

কিন্তু যদি পথ মাঝে
বাধা দেয় কোন গিরি,
অমনি বাঁকিয়া ব'সে
ভাগিরথী গর্জ্জে রোষে
মহাবেগে সদা যুঝে
বিকট মূরতি ধরি।

২৫

মানুষেও লক্ষ দিকে
চলে যায় নিজ মনে ;

কেহ যদি বাধা দেয়,
অমনি ঘুরে দাঁড়ায়,
ক্রোধে আঘাতে তাহাকে,
মত্ত হয় মহারণে।

২৬

দেখ,—গঙ্গা যেতে যেতে
পথে পেলে ডুবা তরি,
কিম্বা কোন গুরুতর—
সামগ্রী কিম্বা প্রস্তর,
অমনি লাগে ঘুরিতে,—
রহে বক্ররূপ ধরি।

২৭

বলে সবে সে সময়
"পড়েছে গঙ্গায় পাক।"
এমন সরল বারি,
সেও দেখ ঘুরি ঘুরি
রহে লোভে মুগ্ধ; হায়!
প্রকাশে বিষম রাগ।

২৮

সরল মানুষ, হায়!
সোজা পথে চলিযায়,

কিন্তু পথে কভু যদি
পড়ে পায় রত্ন—নিধি,
অমনি রে চক্রী হয়
বক্র পথ খুঁজি লয়।

২৯

এখান সেখান হ'তে
বাতাসে চালিত হ'য়ে
তরঙ্গগুলিন আসি,
হাঁসিয়া প্রাণের হাঁসি
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গিতে
যাইতেছে মিশাইয়ে।

৩০

চিন্তিয়া দেখিলে পরে
এখনি দেখিতে পাবে,—
মানুষও এই মত—
প্রেম বাতাসে চালিত ;
মানুষেও এ সংসারে
ক্রীড়া ক'রে এই ভাবে।

৩১

কে যে কোন দেশ হ'তে
ভালবাসার সমিরে,

ভাসিয়া ভাসিয়া আসি
কার সনে যায় মিশি ?
কে পারে তাহা বলিতে
এ সংসারের সাগরে।

৩২

তরঙ্গ তরঙ্গ সনে
আলিঙ্গন যবে দেয়,
শ্বেত ফেনা ঢালি পড়ে ;
নর সনে যবে নরে
মত্ত হয় আলিঙ্গনে,
শ্বেত হাসি উথলয়

৩৩

এই মত আরো কত
ভাবিলে দেখিতে পাবে
নরে আর গঙ্গানীরে
একই পথে বিহরে—
দিবানিশি অবিরত
চলিছে একই ভাবে।

৩৪

এ অনন্ত বিশ্ব মাঝে
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

পদার্থ সৃজিত হ'য়ে
সময় সাগর দিয়ে
ভাসি যায়, নানা সাজে
করে সদা ছুটাছুটি।

৩৫

কিন্তুরে আশ্চর্য্য এই—
কোটি কোটি বস্তু মাঝে
একই নিয়ম থাকি
পরস্পরে বদ্ধ রাখি
চালায়রে সবাকেই ;—
কি সমতা বিশ্বে বিরাজে !

৩৬

এই ভাগীরথী নীর
আর মোদের শরীর
যতই মনে ভাবিবে,
ততই দেখিতে পাবে—
এক ভাব দুইটীর,—
ভিন্ন নহে নর নীর।

৩৭

কেবল প্রভেদ এই—
আমাদের তরী আছে ;

এই তরী-পরি চড়ি
মোরা সদা খেলা করি ;
উহাদের তাহা নাই,
তাই জড় হইয়াছে।"

৩৮

তরীখানি ধীরি ধীরি
ক্রমে কূলে এসে প'ল।
হাঁসিতে হাঁসিতে প্রিয়া
তট দিকে দেখাইয়া,
প্রিয়া মোর কর ধরি
তীরে এবে নামাইল

৩৯

এতক্ষণ মুগ্ধ হ'য়ে—
প্রিয়ার বচন গুলি
শুনিতে ছিলাম, কাণে।
জ্ঞানপেয়ে এতক্ষণে
প্রিয়মূর্ত্তি সম্বোধিয়ে
বলিনু—"মোর পুতলি !

৪০

"মোর প্রীতির পুতলি !
তোমার মধুর গানে—

তোমার প্রজ্ঞান বাক্যে
নব দৃশ্য, আজি চক্ষে
পড়িল, আজি উথলি ;—
কি দেখি আজি নয়নে ?

৪১

বড় সাধ ছিল মোর
গঙ্গার তরঙ্গ হ'তে,
তোমার কৃপার বলে
আজি এ হৃদয় গলে
হ'ল তরঙ্গ গঙ্গার।"
এত বলি আচম্বিতে—

৪২

সাধের ক্রীড়ার তরী
বামপদে ঠেলে দিনু।
ধীরি ধীরি তরী মোর
পশিল গঙ্গা ভিতর ;—
তখন প্রিয়ারে ধরি
তার চরণ চুম্বিনু ॥

———

গলা জলে।

১

ওই যে অতল নির্ম্মল সলিলে
আমার কমল ভাসিয়া আছে,
তবে কেন আমি প্রিয়া প্রিয়া বলে
এখানে ওখানে খুঁজিনু মিছে?

২

হেথায় সেথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া
প্রিয়া প্রিয়া করে ডাকিনু এত;
প্রিয়া যে আমার জলেতে নামিয়া
রহেছে ফুটিয়া ফুলের মত!

৩

কি যে শোভা, আহা! কেমনে বলিব—
কথা কিরে ছাই ভাষায় আছে?
ব্যাকরণ আর অভিধান কাব্য
সকলি প্রিয়ার পদের নিচে!

৪

দশ কালিদাস, কুড়ি সেক্ষপীর,
হাজার হোমার, মিণ্টন শত,

সকলে মিলিয়া মোর পুত্তলির
করিতে নারিবে পদ চিত্রিত !

৫

তবে আমি, হায় ! আমি ক্ষুদ্রমতি
কেমনে আঁকিব সেরূপ রাশি?—
যে রূপের আভা যে রূপের জ্যোতি
প্রকাশিতে নারে অনন্ত শশী।

৬

প্রিয়তমা মোর হেনরূপ ল'য়ে
সু-নীল সলিলে ভাসিয়া আছে,
প্রতি অঙ্গ তার দুলিয়ে দুলিয়ে
তরঙ্গের সনে যেন খেলিছে।

৭

প্রতি অঙ্গ তার জলের ভিতরে
দর্পণে ফলিত ছবির মত
যাইতেছে দেখা ; এ মূরতি হেরে
উন্মত্ত না হবে কাহার চিত্ত ?

৮

মোহ আসি মোর শিরেতে পশিল
দেখিতে দেখিতে হারানু জ্ঞান ;

অমনি তখনি বিজুলি ছুটিল—
ঝলসিল যেন মোর নয়ান।

৯

এমন সময় দুদিক হইতে,
দুইটি বালিকা হঠাৎ এল;
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, —এ দুই নামেতে
পরিচয় তারা দু'জনে দিল।

১০

অবোধ যুবক পথি পার্শ্বে হেরে
সবাই যেমন তা'রে ভুলায়.
আত্মীয় হইয়া কৃত্রিম সুস্বরে—
(পশ্চিম পুছিতে) পুব দেখায়।

১১

অথবা যেমন বালকের হাতে
ক্রীড়াবস্তু, হেরি দুষ্ট বালিকা,
গলা ধরে বলে— "এস ভাই সাথে
দিব আমি তোমা' দাড়িম পাকা!"

১২

আর্ এক বালিকা শুনি সেই কথা
নাসা উচ্চ করি—ঈষদ হাঁসি

বলে—"ছিছি ছিছি, যাও তুমি কোথা ?—
ও যে বড় দুষ্ট—বড় রাক্ষসী।"

১৩

খাদ্য কি ফেলিবে, চমকি দাঁড়াবে,
দেওয়া পদ, পুনঃ নেবেকি তুলে ?
অথবা সে কথা কানে না শুনিবে,—
ঝাঁপিয়া পড়িবে অন্যের কোলে ?

১৪

কিংকর্ত্তব্যমূঢ় ! সরল বালক,
কি করা উচিত ?—বুঝিতে নারি,
তুলাদণ্ড প্রায় দোলে দুই দিক ;—
সভয়ে নেহারে মুখ দুয়েরি !

১৫

আমিওরে প্রায় উহার(ই) মতন ,—
বিষম বিপদে পড়িনু এবে।
উহারি মতন আমার এখন
দুলিছে পরাণ দুইটী ভাবে।

১৬

প্রবৃত্তি ললনা, যৌবনেতে স্ফীত—
রূপের তরঙ্গ খেলিছে অঙ্গে ;

আর্দ্র বস্ত্রখণ্ডে দেহ অর্দ্ধাবৃত ;
শশাঙ্ক, জড়িত মেঘের সঙ্গে।

১৭

চুলগুলি, আহা! পড়েছে এলায়ে
চুমি কর্ণদ্বয়—চুমি গলায়,
(বুঝি দেহটীরে মাপিবে ভাবিয়ে)
উরু ছুঁয়ে এবে চরণে ধায়।

১৮

লাজ লাজ ময় মৃদু মৃদু হাঁসি
দু'টি ওষ্ঠ চিরে উথলি পড়ে।
লাজে নত আঁখি ; কিন্তুরে পিপাসি—
ভালবাসা পান করার তরে।

১৯

দু'টি বাহুলতা (লতাইরে সত্য !)
ফুটে আছে তায় আঙ্গুল-কলি।
কে বলেরে, হায় ! "সংসার অনিত্য"—
থাকিতে এমন প্রেম-পুতলি ?

২০

এ দু'টি লতায় বেড়িবে যাহায়,
প্রবৃত্তির ভৃত্য হইবে যেই—

জীবন তাহার মহা সুখময় ;—
ধন্য সেই জন! ধন্যরে সেই !!

২১

আবার ওদিকে নিবৃত্তি-বালিকা,
বিধবার মত প্রশান্ত ভাব ;—
রুক্ষ কেশ রাশি ;— শিরে অগ্নি শিখা ;
কিন্তু সে অগ্নিতে নাহি প্রতাপ।

:২

কোমল নয়নে স্থির ভাব অতি ;—
ধ্রুব তারা যেন নয়নে ভাসে ?
ধীরে ধীরে কথা ধীরে ধীরে গতি
দাঁড়ায়ে রমণী, যোগিনী বেশে।

২৩

প্রবৃত্তি, হাঁসিয়া করিছে ইঙ্গিত,—
প্রিয়ার কোলেতে পড়িতে যেয়ে।
নিবৃত্তি, দৃষ্টিতে করিছে স্তম্ভিত,—
কাঁপাইয়া হৃদি অব্যক্ত-ভয়ে।

২৪

প্রবৃত্তি ললনা, কথা কহে বেশী—
ভাষার চাতুরী অধিক জানে।

নিবৃত্তি রমণী, অশ্রুজলে ভাসি—
"না" "না" মন্ত্রমাত্র দেয়রে কাণে ॥

২৫

মধ্যস্থলে আমি পড়েছি, দেখিয়া—
হাঁসিয়া ঈষদ জয়ের হাঁসি,
প্রবৃত্তি ললনা, ওষ্ঠে হাত দিয়া
মুখে ঢালি দিল অমৃত রাশি।

২৬

মোহন সুরায় উন্মত্ত করিয়া
মুখ আনি মোর কাণের কাছে,
উত্তপ্ত নিশ্বাসে আরও গলাইয়া
প্রবৃত্তি, তখন মোরে বলিছে—

২৭

"এত লাজ একি? লাজ কারে দেখি?
মাথার চুলেতে ঢাকি' তোমায়;
লুকায়ে, প্রিয়ার ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখি
চোখে চোখে কথা ক'বে দোঁহায়।

২৮

"কে শুনিবে কথা? কে বুঝিবে? হায়!
প্রেমিকের ভাষা, নয়নে কয়;

প্রেমিকের হাঁসি, জিহ্বায় জিহ্বায়—
বাহিরে তাহার শব্দ না যায় ।

২৯

"খোলা মুখে যার প্রিয় সম্বোধন,
প্রস্রবণ সম—উথলি পড়ে,
প্রেমিক সে নয় ; প্রেমিক যে জন
হৃদি পূর্ণ তার ভাবের ভোরে ।

৩০

প্রিয়তমা তব অতুল রূপসী ;
অতল সরসি নিকটে পেয়ে ।
না পীয়ে সে বারি রবে উপবাসী
ছি ছি একি দুখ !—দেখ ভাবিয়ে ।

৩১

"কর প্রাণ ভরে ভালবাসা পান,—
এ হেন সুযোগ আর কি হবে ?
পেয়ে নর-দেহ, পেয়ে এ নয়ান,
পাষাণ হইয়া কেনরে রবে ?

৩২

ওই শুন দেখি !— প্রিয়তমা তব,
তব প্রতি চেয়ে তৃষিত ভাবে—

প্রেমের ভাষায় প্রকাশে কি ভাব ?
দেখ, প্রাণ দিয়ে !— তবে বুঝিবে।

৩৩

"ওই শুন শুন !— প্রিয়তমা তব,
প্রাণের কথায় কি যেন কহে ?
নয়নে তাহার উল্লাসের ভাব—
প্রেমতৃষ্ণা সনে যেনরে বহে।

৩৪

"কহে প্রিয়া তব নিঃশব্দ বচনে—
'এস প্রিয়তমে ! আমার কাছে
অতল সলিলে দেখ এই খানে
একটি কমল ফুটিয়া আছে।

৩৫

"অস্পর্শিত তার মধুর ভাণ্ডার !
মধুকর কিম্বা ভ্রমর কোন
আজিও জগতে সন্ধান তাহার
পায়নি,— এ কথা নিশ্চয় জেন !!!

৩৬

"অর্দ্ধ বিকশিত সে শ্বেত কমলে
যদি মত্ত ভৃঙ্গ প্রবেশে তব,

পিবে সুধারাশি বসিয়া বিরলে
যত কাল ধরে রহিবে ভব।

৩৭

"এস প্রিয়তম! এস মোর কাছে
মর্ত্তে স্বর্গসুখ করাব পান।
মলয় সমীর এ নাসায় আছে
যাহে পাবে তুমি নূতন প্রাণ।

৩৮

"সুপক্ক রসাল রাখিয়া অধরে
হাসিতে ঢালিব সুধার ধার,—
ক্রোড়ে রাখি শির; পাবে দেখিবারে—
স্বর্গাপেক্ষা স্বর্গ এই সংসার॥

৩৯

"ক্ষুধা হ'লে আমি নবনীত তুলি
জিহ্বার উপর রাখিয়া দিব,
তৃষিত হইলে ওষ্ঠ দুটি খুলি
সুধার ধার তাহে ঢালিব।

৪০

"কভু যদি তুমি পরিতৃপ্ত হ'য়ে
মুখের আহার ফেলিতে চাও,

অমনি নিজেই ওষ্ঠ প্রসারিয়ে
বলিব হাঁসিয়ে—ইহাতে দাও।

৪১

"কপোত কপোতী চঞ্চু বিস্তারিয়ে
এক খাদ্য যথা উভয়ে খায়,
কপোত কপোতী আমরা হইয়ে
দেখিব তাহে কে কারে হারায়!

৪২

"ক্লান্ত দেহ কভু দেখিলে তোমায়,
যতনে ধরি মুখ খানি তব
ঢাকিয়ে রাখিয়ে বুকের মাঝার
"ঘুমাও ঘুমাও" বলে চাপিব—

৪৩

গান শুনাইয়ে ঘুম পাড়াইব।
কভু বা ঘুমন্ত অধর ধরি
অতি সাবধানে— নিঃশব্দে চুম্বি;—
জাগিবে ভাবি', ভয়ে দিব ছাড়ি।

৪৪

"গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত জানিলে
ধীরে ধীরে দীপ আনি তখন

যতনে ঘুমন্ত মুখ খানি তুলে
দেখ্‌ব— সে মুখ দেখায় কেমন।

৪৫

"কভুবা জানিতে কাঁদিবার সুখ,
(দু'হাতে তব গলাটি জড়ায়ে
তোমার স্কন্ধেতে রাখি মোর মুখ)
কব রে দুখ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।

৪৬

"আবার কখন হাঁসিতে হাঁসিতে
অস্থির হ'য়ে (লাজ উপজিলে)
লুকাইব মুখ, তোমার(ই) কোলেতে ;
উঠ্‌ব না আর, হাঁসি না থামিলে !

৪৭

জীবনের সুখ পান করে করে
ক্লান্ত হ'লে দেহ,— তখন মোরা
মহা আলিঙ্গনে বাঁধি পরস্পরে
র'ব, মহাঘুমে চেতনা-হারা ;—

৪৮

"কত যুগ হ'বে কত যুগ যা'বে
প্রলয় তরঙ্গ উঠিবে ভাসি,

আমাদের কিন্তু ঘুম না ভাঙ্গিবে
হবে নারে শেষ, মোদের নিশি।

৪৯

অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতেতে
ভাসাইয়া অঙ্গ দিব রে মোরা,
সে স্রোতের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে
যা'ব রে দোঁহে, হয়ে লক্ষ-হারা।

৫০

"অন্য লক্ষ আর র'বে না মোদের;
দোঁহাকার লক্ষ, হইব দোঁহে;—
তুমিরে আমার আমিরে তোমার
একটি হইব, তুইটি দেহে!"

৫১

প্রবৃত্তির গীত শুনিতে শুনিতে
দেখিনু অজ্ঞাতে নেমেছি জলে,
অকুল এবার! সম্মুখে— পশ্চাতে—
মৃত্তিকার লেশ নাইরে তলে।

৫২

গলা-জলে নামি' ডুবিতে বসেছি—
ধরিবার আর কিছুই নাই,

কোথা প্রিয়া মোর ? কোথায় এসেছি ?
সব জলাকার, যে দিকে চাই।

৫৩

অতল সলিলে ডুবিব যেমন,
অমনি আমার প্রতিমা খানি
উঠিল ভাসিয়া,— পাইনু জীবন—
পাইনু আঁধারে চখের মণি !

৫৪

কহে প্রিয়তমা, ঈষদ হাঁসিয়া—
ঈষদ গম্ভীর করুণ স্বরে—
"প্রবৃত্তি, তোমায় পথ ভুলাইয়া
আনিয়াছে হায় ! অকুল নীরে।

৫৫

যে স্থানেতে আমি ভাসিছি এখন,
আইসা হেথায়, সহজ নয় ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি অন্ধ দুই জন,
এ স্থান অপ্রাপ্য দুয়েরি হয়।

৫৬

প্রবৃত্তির দাস ছিছি কামাতুর !
নিবৃত্তির শিষ্য বিরাগী জন ;

ছুই হইতেই থাকি বহু দূর ;—
প্রীতির নয়নে কর দর্শন।

৫৭

প্রীতির নয়নে দেখিলে আমায়
তবেইরে আমি তোমার হ'ব,
নতুবা আমায় দেওরে বিদায়
অনন্ত সাগরে এবে পশিব ॥

হিমাদ্রি-শিখরে।

১

অজানিত, অলক্ষিত, বিজন কাননে
আসি' উপনীত এবে বিধির ইচ্ছায়।
বিধি ! তুমি কার ভালে কি ভাবে যে হায় !
কি যে চিত্র করে রাখ, বুঝিব কেমনে ?

২

এইত দু'দিন আগে ধূলি মাটি নিয়া
ক্রীড়াভূমে বাল্যখেলা ছিলাম খেলিতে ;
সে ধূলি, শরীর হ'তে পড়িয়া না যেতে,—
হিমাদ্রি শিখরে মোরে রাখিল আনিয়া।

৩

কৌশলে আনিয়া এই হিমাদ্রি-চূড়ায়,
সংসারের সুকোমল রাঙ্গা ফুল ফলে
আকৃষ্টিতে আঁখি মোর, দিবে নাকি বলে—
রাখিলে ঢাকিয়া আঁখি পাষাণেতে হায়!

৪

হায় হায়! যে দিকেতে দেখিরে যখন,
দেখিমাত্র মহাশুষ্ক কঠিন প্রস্তর।
কি যে স্থান!— স্থান গুণে তরল যে নীর,
সেওরে জমিয়া হেথা দারুণ কঠীন।

৫

বল, বিধি! হেন শুষ্ক প্রস্তর ভিতরে
হৃদয়ের পূর্ব্ব ভাব রাখিব কেমনে?
অথবা কি ইচ্ছা তব,— হেরিয়া পাষাণে
বাঁধি আমি পাষাণেতে মোর হৃদয়েরে?

৬

তাই হ'ক; কিন্তু বিধি! সাধি এ শত্রুতা
বল বল,— বল মোরে কি লাভ তোমার?
পূর্ব্ব হ'তে পাষাণেতে হৃদি বাঁধিবার
কি উদ্দেশ্য, বিনা হৃদে দিতে আরো ব্যথা?

৭

অথবা কি যাহা আমি ভাবিছি শত্রুতা,
হয়ত ইহাই হ'বে চিহ্ন করুণার ?
হয়ত হেরিয়া দুঃখ এই দুর্ভাগার
প্রতিবিধানের তরে ইচ্ছুক বিধাতা ?—

৮

তবে দেব ! তব পদে করি এ মিনতি—
করহে হৃদয় মোর দারুণ কঠীন
কঠীন হতেও, শিলা—লৌহের সমান ;
কিংবা তদপেক্ষা আরো,—অশনি যেমতি।

৯

এহেন কঠীন মোর করহে হৃদয়,
যাহে এ প্রস্তর দেহ পর্ব্বত বিঁধিয়া,
রন্ধ্র করি, শুষ্ক এই শিলা অঙ্গ দিয়া
করাইতে পারি সুধা উৎসের উদয় !

১০

যে উৎসের সুশীতল সলিল সিঞ্চনে
যে প্রস্রবণের মৃদু—ঝর ঝর গানে
যদিও তোষিতে নারি বঙ্গবাসি জনে,
পারি যেন শান্তি দিতে আপনার মনে।

১১

কিন্তু বিধি বৃথা মোর এ উচ্চ বাসনা !—
যে হৃদি নুইয়া পড়ে মলয়ের বায়,
সে হৃদি করিয়া রন্ধ্র পাষাণের গায়—
সৃজিবে সুধার উৎস ? —বৃথা বিড়ম্বনা !

১২

মরুভূমি হ'তে তুলি উষ্ণ বালিকণা,—
অনলে দহিয়া তাহা, বিষেতে জারিয়া,
দিয়াছেন বিধি মোর হৃদয় গড়িয়া ;
কেন হায় ! সে হৃদয়ে এহেন বাসনা

১৩

অগ্নি-গিরি হৃদে যার, সর্ব্বদা বিরাজে,—
আর্ত্তনাদে দীর্ঘশ্বাসে হৃদি পূর্ণ যার,—
জীবনের চারি দিকে যার হাহাকার,—
এহেন বাসনা কিরে তারে কভু সাজে ?

১৪

সাজে তারে, বিধি যাহা দিয়াছে সাজায়ে
হৃদয়েতে করাঘাত, নয়নেতে বারি,
আর হাহাকার শব্দ আকণ্ঠ পুরিয়ে,
আর হৃদয়ের মাঝে শশ্মানের পুরি ।

১৫

—এই সব সহচর সঙ্গে সঙ্গে করে
হিমাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
আকুল ব্যাকুল হয়ে কাঁদিবার তরে
রেখেছেন বিধি মোরে নিযুক্ত করিয়া।

১৬

হায় হায়! কাঁদিয়াও সুখ কিরে পাই
কাঁদিবার(ও) কাল হায়! নয়ন কৃপণ।
পরাণের মাঝে কাঁদে কিন্তু অশ্রু নাই;
কাঁদিতাম সুখে, যদি ঝরিত নয়ন।

১৭

ধন্য বিশ্বে সেই জন, ওষ্ঠ-প্রান্তে যার
হাঁসির লহরি সদা ভাসি ভাসি উঠে।
তদপেক্ষা ধন্য সেই, নয়নে যাহার
প্রীতি আর করুণার নদী দু'টি ছুটে।

১৮

'সত্য বটে কিছু কাল পূর্ব্বেতে, যখন
প্রাণের প্রতিমাখানি সম্মুখে আসিত,
আপনি নয়নে বারি উথলি, তখন
হৃদয়ের ক্ষেত্রটীরে প্লাবিত করিত।

১৯

কিন্তুরে সে কাল আজি অতীতের কোলে ;
উত্তর কেন্দ্রেতে, আর কেন্দ্রেতে দক্ষিণে
যত ব্যবধান ;— মোর সেকালে একালে
ব্যবধান তদপেক্ষা শত শত গুণে।

২০

সেকালে মধুর ওই নির্ঝরিণী মত,—
ঝুরু ঝুরু হাঁসি স্রোত, সদা ওষ্ঠ দিয়া
উথলি উথলি উঠি কত সুখ দিত ;
এবে হৃদে হাঁসি দীপ গিয়াছে নিবিয়া।

২১

যদি অনুরুদ্ধ হ'য়ে চাই হাঁসিবারে,
কি যে খট্‌খটা শব্দ,—শুষ্ক—অপ্রকৃত,
মুখ হ'তে বিনির্গত হয়ে হায় পড়ে ?
নিজ হাঁসি শব্দে নিজে হইরে স্তম্ভিত !

২২

দারুণ দুঃখের তাপে— চিন্তার আগুনে—
হাঁসি কি ক্রন্দন সব গিয়াছে সুখায়ে।
সাগরে থাকিলে বারি, তবেই পর্ব্বণে
উর্ম্মি-মালা, পারে তাহে দিতে উঠাইয়ে !—

২৩

সাগরে থাকিলে বারি, তবেই তাহায়
জোয়ার উথলি উঠে, উদয়ে চাঁদের।
বারি-শূন্য শুষ্ক হৃদি যে জনের হায়!
হাঁসির তরঙ্গ— আর জোয়ার অশ্রুর
সে হৃদয়ে কভু, কিরে আর দেখা দেয়?

২৪

কেমন যে শুষ্ক হৃদি হইয়া গিয়াছে
সমুখের শ্বেত ওই শিলা খণ্ড প্রায়;
রস নাই, গন্ধ নাই, সৌন্দর্য্য না আছে,
না আছে একটি লতা পাতা ওর গায়;—
মূর্ত্তিমান কঠিনতা যেন বিরাজিছে!

২৫

অদৃষ্টের গুণে মোর মিলিয়াছে স্থান।
থাকিতে ভারতে কত বিন্ধ্য, নীল গিরি,—
যথা কত ফুল, ফল, বৃক্ষ অগণন,
অবিরত সুখ দেয় কত শোভা ধরি;—
মোর স্থান হিম-গিরি—তুষার ভবন!

২৬

প্রকাণ্ড ভীষণকায় তুষার-মণ্ডিত
অভ্রভেদী মহাবীর, শ্বেত-জটাজালে—

চির কাল রহিয়াছে হইয়া জড়িত।
হে দেব হিমাদ্রি! রহি' তব পদতলে
হেরি এ বিরাট মূর্ত্তি, হৃদয় স্তম্ভিত!

২৭

তুমি দেব! বাসভূমি মহাযোগীদের,—
নিজেও যোগেতে মগ্ন, কতযুগ হ'তে;
দাসেরও দাস আমি, তব চরণের;
উপনীত আজি হেথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।—
শুনহে প্রার্থনা দেব! দুঃখী জনের।

২৮

পরাণের চিত্রখানি করিয়া চিত্রিত
দেখাইনু এতক্ষণ;—হৃদয় আমার
কি যে বর্ণে বিধি দ্বারা হয়েছে নির্ম্মিত!—
হৃদয়ের মাঝে মোর কি যে শূন্যাকার!—
কি যে শোক তাপ তাহে জ্বলে অবিরত!

২৯

অকপটে দেখাইনু ছবি হৃদয়ের।
তোমারে না দেখাইয়া দেখা'ব কাহার?
কঠীন হৃদের কথা, হেন পাষাণের
নিকটে না বলি' আর বলিব কোথায়?—
কে বুঝে কঠীন বিনা, দুখ কঠীনের?

৩০

মোর মত হতভাগা সংসারে যে জন,
তব মত বন্ধু তার আছে কিহে আর ?
তাই দেব ! তব পদে লয়েছি শরণ ;
'সখা' বলে একবার দেও আলিঙ্গন—
একবার হৃদ জ্বালা কর নিবারণ।

৩১

বল বল, বল দেব ! তোমার মতন
কেমনে হইব আমি স্থির অচঞ্চল ?
কি মন্ত্র তোমার কাছে— করিলে গ্রহণ,
তব মত হৃদয়টি হইবে ধবল ?—
তব মত হ'য়ে রব যোগেতে মগন ?

৩২

ভিক্ষা চাই মহামন্ত্রে দীক্ষা দাও মোরে ;
পারিনা—সংসারে আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া
(স্কন্ধে করি চিন্তা-বোঝা) সদা কাঁদিবারে ।
পারিনারে— আশা শূন্য হৃদয় লইয়া
সংসার প্রান্তর মাঝে আর ভ্রমিবারে।

৩৩

বালির ভিত্তির 'পরে কীর্ত্তির মন্দির-
গাঁথা ল'য়ে ব্যস্ত র'তে সাধ নাই আর ;—

মধুমক্ষিকার মত সদা ঘুরে ঘুরে
পুরাতেও ইচ্ছা নাই অর্থের ভাণ্ডার।
দেব! এবে ক্লান্তদেহ হয়েছে আমার।

৩৪

যশের আসব, কিংবা ক্ষমতার মদ,
অর্থান্বেষি-মক্ষিকার গুন গুন স্বর,
চারি পাশে দুখিদের জয় জয় নাদ,
বিষয়ের অর্থ শূন্য বৃথা আড়ম্বর,
— পূর্ব্বমত এ আর লাগেনা সুস্বাদ।

৩৫

এ ত দূরে থাক পড়ে!— কাব্য, ইতিহাস,
জীবনের বড় প্রিয় দর্শন, বিজ্ঞান,
স্নেহময়ী দুহিতার আধ আধ ভাষ,
প্রিয়তম বন্ধুদের প্রিয় সম্বোধন,
—এবে আর দেয় নারে হৃদয়ে উল্লাস!!

৩৬

যদিও যৌবন এবে,—রাজ্য উৎসাহের;
কিন্তু চিন্তা-শোক-তাপে দারুণ দুঃখেতে
যৌবনের উষাকালে সন্ধ্যা বার্দ্ধক্যের
আসি উপনীত, হায়! হয়েছে আমাতে!—
তাই দেব! অবসন্ন ভাব হৃদয়ের।

৩৭

প্রথম যৌবন-স্রোতে মহা গর্ব্বভরে
সুখতরে ডুব দিতে হতেছিনু তল,
ডুবি ডুবি হেনকালে কে যেন আমারে
ধরিয়া তুলিল ; কিন্তু ধরা নাহি দিল !
তাই দেব! চিত্ত মোর শূন্য ভিত্তি'পরে।

৩৮

তাই দেব ! তব পদে আসিয়া পড়েছি।
ফেলিয়া দিওনা আর সংসার সাগরে,—
যথায় ভীষণ গোলে কত ঘুরিয়াছি—
হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ শত্রুতা ভিতরে
কতবার হায় হায় ডুবিয়া গিয়াছি !

৩৯

সেই সে প্রীতির মূর্ত্তি, আসি' দয়াকরে
কলুষিত পঙ্ক হ'তে যতনে তুলিল,—
অশান্ত হৃদয় শান্ত করে শান্তিধারে
দেখিতে দেখিতে কোথা অন্তরিত হ'ল ?—
কত খুঁজি' কিন্তু আর পাই নারে তারে।

৪০

সেই মোরে হায় হায় পাগল করিল।
জন্মদুখী আমি,—সুখ শান্তিরে কখন

দেখি নাই, কিন্তু সেই আঁখি ফুটাইল—
সেই কণ্ঠে সুধাধার করিল বর্ষণ ;
করে' এবে কোথা হায় অন্তরিত হ'ল ?

৪১

শ্মশানে শ্মশানে তারে কত খুঁজিলাম,
পাগল হইয়া তারে কত ডাকিলাম,
ক্ষিপ্ত হয়ে তার তরে জলে পশিলাম,
স্থলেরও প্রতি-পরমাণু খুঁজিলাম ;
কিন্তু সে মূর্ত্তিরে আর নাহি পাইলাম।

৪২

অনন্ত শূন্যের মাঝে ব্যোম অঙ্গ সনে
গিয়াছে কি ছবি মোর বিলীন হইয়া ?
অথবা সে মূর্ত্তি মোর অনন্ত গগণে
গিয়াছে কি "ইথারের" অঙ্গে মিশাইয়া ?
কিংবা লুকাইয়া আছে কাল-আবরণে ?

৪৩

কেমনে বুঝিব ?—হায় ; ক্ষীণ দৃষ্টি মোর,
মাটির প্রাচীর ভেদ করি, পর পারে
কি যে আছে ? তাই দেখা অসাধ্য যাহার,—
জীবন-মৃত্যুর সূক্ষ্ম রহস্য ভিতরে
নিরীক্ষণ করে, হেন শক্তি কি তাহার ?

৪৪

"সর্ব্বদর্শী হিমাচল! বল বল মোরে,
(সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধে আঁখি তোমার জগতে)
তুমি অবশ্যই দেব! দেখেছ তাহারে!
বল তবে প্রিয়া মোর এবে, কি ভাবেতে—
কোন লোকে— কি বেশেতে বিহরে?

৪৫

একি একি হেমগিরি! চেতন কি হ'য়ে
শুনিয়া প্রার্থনা মোর, উত্তর দিতেছে?
একি একি মহাশব্দ!— আকাশ ভেদিয়া
কোথা হ'তে আচম্বিতে ঢালিয়া পড়িছে?
একি বিশ্ব একবারে গেল যে চূর্ণিয়ে!

৪৬

বুঝেছি বুঝেছি ইহা হিমাদ্রি সংগীত;
নহে এ মেঘের ডাক,—বীণার ঝঙ্কার;
সমূর্ত্তি-রাগিণী ওরা,— নহেরে বিদ্যুৎ;
নহে উহা রাম ধনু,—উহা সপ্ততার;
যেমন গাথক, যন্ত্র তেমনি অদ্ভুত!

৪৭

বীণার দুইটী তুম্বী রবি আর শশী
সময় ডাঁটের দুই দিকেতে ঝুলিছে,

হেন মহা-বীণ-যন্ত্রে আঙ্গুল পরশি
মহানাদে হিম-গিরি সুর বাঁধিতেছে—
সপ্তরঙ্গে সপ্ত তার উঠিতেছে হাঁসি।

৪৮

মূর্ত্তিমরী রাগিণীরা বিদ্যুতের বেশে
সে বীণ-যন্ত্রের অঙ্গে নাচি বেড়াইছে,
সে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত উল্লাসে
ক্রমে ক্রমে সপ্তসুর জাগিয়া উঠিছে ;
দেখিয়া এ দৃশ্য বিশ্ব আপ্লুত হরষে।

৪৯

হেন মহা-বীণ-যন্ত্রে হিমাদ্রি মহান্
আরম্ভিল মহাগীত গায়ক যেমন,
শ্রোতাও অনন্ত শূন্য মহান্ তেমন।
শূন্যের হৃদয় শূন্য বলে কোন জন,
দেখ দেখি বরষিছে নয়ন কেমন ?

৫০

আহা কি সুন্দর গীত ! কত ভাবময়।
শূন্যের হৃদয় আজি দ্রবীভূত হ'ল
কেবলই কোটি চক্ষে বারি বরিষয়।
কিন্তুরে এ গীত হায় নরে না বুঝিল !
—আমি মূর্খ ! আমি কিছু বুঝিনু না হায় !

৫১

কত যত্ন, কত চেষ্টা, করি বহুক্ষণ,—
কত আরাধনা, কত করিয়া অর্চ্চন,—
কেবল বুঝিনু এক শেষের চরণ।
বুঝিলাম সে গীতের একটি বচন;
মহানন্দে হিম-গিরি গাহিল যখন—

৫২

"সে নাই, সে নাই, আর কারে ডাকরে কাঁদিয়ে
পদ্ম-পত্রে বারি-বিন্দু লক্ষের সামগ্রী হয়ে
অশান্ত মনেরে সদা রেখেছিল শান্তি দিয়ে
ভাঙ্গিয়া ভ্রান্তির ঘুম বিন্দুটি সিন্ধুতে গিয়ে
অকস্মাৎ প'ল হায়,—গেল জলে মিশাইয়ে
কেন মন উচাটন শূন্য পাত্র নেহারিয়ে
যে সিন্ধুতে প'ল বিন্দু, সে সিন্ধুই বক্ষে ল'য়ে
থাক— মহাযোগে মত্ত হয়ে!



সমাপ্ত।